R. N. No. 2532/57 Ph.: 66228 (P.). 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2001

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক-সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৮শ বর্ষ
৩৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৩০শে মাঘ, বুধবার, ১৪০৮ সাল।
১৩ই ফেব্রুয়ারী, ২০০২ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

শহর সাজাতে অবৈধ উচ্ছেদ শুরু হবে সচল হবে নয়ানজুলিসহ লকগেটগুলো

বিশেষ সংবাদদাতা : শহর জুড়ে অবৈধ উচ্ছেদ অভিযান সাময়িকভাবে বন্ধ থাকলেও তা পরে আবার শুরু হবে। মহকুমা শাসক সি ডি লামা এবং পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জানান, ফুলতলা এলাকার ওষুধ, ফল, মিষ্টি ইত্যাদি ব্যবসায়ীদের দোকান থেকে শুরু করে যত প্যাথলজিক্যাল সেন্টার, হোটেল জেলা পরিষদের জায়গায় আছে সব ভেঙ্গে দেওয়া হবে। শহরের মধ্যেও নালা বা লকগেট পরিষ্কারের কাজে যেসব জায়গায় অবরোধ পাওয়া যাবে পুরসভার জায়গা হলে সেসবও ভাঙ্গা পড়বে। এছাড়া ম্যাকেঞ্জী রোডের ধারে হঠাৎ কলোনী বলে খ্যাত বিশাল জায়গা জুড়ে রিফিউজি কলোনীর বাসিন্দাদেরও উঠে যেতে হবে। মৃগাঙ্কবাবু বলেন, শহর অবৈধ জবরদখলকারীদের দখলে চলে গিয়ে শ্রীহীন হয়ে পড়েছিল। বারে বারে মন্ত্রীরা জঙ্গিপুরে এসে এব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এছাড়া জঙ্গিপুর ছাড়া বহিরাগত ডাক্তারদের সঙ্গে নিয়ে যত্রতত্র অবৈধ নার্সিং হোম, ওষুধের দোকান, প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি গজিয়ে উঠে সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছিল। তাই প্রথমে আমি শহর পরিষ্কার করবো। হঠাৎ কলোনীর মতো কিছু জায়গায় মার্কেট কমপ্লেক্স বা অন্য কিছু করার পরিকল্পনা আছে। হঠাৎ কলোনী ট্রাস্টি বোর্ডের জায়গা। যার পাঁচ সদস্য হচ্ছেন (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুরসভার উপেক্ষায় ধুলিয়ানের মানুষ অতিষ্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত বছর ধুলিয়ান পুরসভায় ১৯টি আসনের মধ্যে ১৩টিতে কংগ্রেস জিতেও পুর এলাকার কোন উন্নয়ন হচ্ছে না বলে স্থানীয় পুরবাসীদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ। পুরসভায় এ ব্যাপারে অভিযোগ জমা দেওয়ার মতোও কোন কর্মীকেও পাওয়া যায় না। ধুলিয়ান মেন রোডের ধারে সামসেরগঞ্জ থানা থেকে সি জে প্যাটেল মোড় পর্যন্ত নোংরা জল ও আবর্জনা ড্রেন উপচিয়ে রাস্তা থেকে দোকানে বা বাড়ীতে ঢুকছে। পুর এলাকায় অনুমোদিত নক্শা ব্যতীত যত্রতত্র গৃহ নির্মাণে কেউ বাধা দেবার নাই। রাস্তার লাইট জ্বলে না। অন্যদিকে কংগ্রেসী কমিশনাররা পুরসভায় দিনের পর দিন নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের চাকরী দিয়ে স্বজনপোষণ করে চলেছেন বলে অভিযোগ। ধুলিয়ানে বিভিন্ন ভাঙ্গাচোরা রাস্তা নির্মাণে পুরপতি, কমিশনাররা বা এলাকার কংগ্রেসী বিধায়ক পুরবাসীদের বারবার প্রতিশ্রুতি দিলেও আজও তার সংস্কারে হাত পড়ছে না। ধুলিয়ানে কোথাও কোথাও জলে প্রচন্ড আয়রন বা আর্সেনিক মিললেও পুরসভা কোন ব্যবস্থা নেয় না। ধুলিয়ান ঘোষপাড়া থেকে শ্মশানঘাট পর্যন্ত হাইড্রেনের মাটি কাটার কাজ দু' বছরেও শেষ হয়নি। পুরসভার এরূপ কাজে ধুলিয়ানের শিক্ষিত ও ব্যবসায়ী মহল সকলেই ক্ষুব্ধ বলে জানা যায়।

পেট্রল পাম্পের ও ভাটার চুরি ধরলেন প্রশাসনিক কর্তারা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পে হানা দিয়ে সেগুলি সিল করে দিলেন জেলার এডিএম (জে)। গত ৩০ জানুয়ারী জঙ্গিপুরের এসডিও সিডি লামা ওজন ও পরিমাপ দপ্তরের কর্তা, আবগারী ও এম ভি দপ্তরের কর্মীদের নিয়ে দিনভর মোরগ্রামের মুর্শিদাবাদ সার্ভিস ষ্টেশন, কাঁকুড়িয়ার কেডিয়া পেট্রল পাম্প, আহিরণের নিরঞ্জন হাইওয়েসহ ৪টি পেট্রল পাম্পে হানা দেন। পরীক্ষা করে দেখা যায় প্রতিটি পাম্পেই ডিজেল ও পেট্রলের পরিমাপ যন্ত্রে কারসাজি করে প্রচুর তেল কম দিয়ে ঠকানো হচ্ছে গ্রাহকদের। তেল পাম্পের মালিকরা পাঁচ হাজার টাকা করে জরিমানা দিয়ে এ যাত্রায় (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্কুল নির্বাচনে বামপন্থীরা চারটি, কংগ্রেস দুটি আসনে জয়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৩ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসায় পরিচালন সমিতিতে অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচনে ছয়টি আসনে বামপন্থীদের শিক্ষা গণতন্ত্রীকরণ মঞ্চের চার প্রার্থী এবং কংগ্রেসের দুই প্রার্থী জয়লাভ করলেন। শিক্ষা গণতন্ত্রীকরণের চার জয়ী প্রার্থীরা হলেন মোজাহারুল ইসলাম (৪৪৬), আমিরুল সেখ (৪৪৫), ডাঃ আমির আলি (৪৩৯) এবং এস এম নিজামউদ্দিন (৪৩৬)। কংগ্রেসের দুই জয়ী প্রার্থীরা হলেন আনোয়ার বিশ্বাস (৪১২) ও (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিশেষ আকর্ষণ—৪০০ থেকে ৭০০ টাকায় মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান নিরঞ্জয় বাঘিড়া এণ্ড সন
(নিরঞ্জয় বাঘিড়া প্রথম ঘর) (প্রোঃ নিরঞ্জয় বাঘিড়া
সব রকমের সিল্ক শাড়ী, কাঁথাষ্টিচ, তসর ও কোড়া থান, কোরিয়াল, জামদানী, জোড় এবং ব্যাঙ্গালোরের মোহিনী বর্ডার শাড়ী পাইকারী দরেই খুচরো বিক্রী করা হয়। এছাড়া ১৭৫ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে নানা ডিজাইনের চুড়িদার পাওয়া যাচ্ছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : এসটিডি ০৩৪৮৩ / ৬২১২৯

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে মাঘ বুধবার, ১৪০৮ সাল।

॥ পরিণাম অশুভ ॥

এই রাজ্যের সীমান্ত এলাকা ক্রমশঃ বেসামাল হইয়া পড়িতেছে বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। ~~প্রসঙ্গতঃ এই পত্রিকার বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদক প্রেরিত~~ প্রতিবেদন হইতে জানা যায় যে, বিএসএফ ও পুলিশের জোর তৎপরতা সত্ত্বেও সীমান্ত এলাকার ধুলিয়ান, নিমতিতা, অরঙ্গাবাদ ও সেকেন্দরা, মিঠিপুর, সম্মতিনগর, বরজংলা, লালগোলা প্রভৃতি অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে নিত্যদিন নিয়মিত বাংলাদেশীদের ভীড় লাগিয়া থাকে। সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ-এর ক্যাম্প রহিয়াছে, অথচ নিয়মিত দলে দলে ভারতে অনুপ্রবেশ কীভাবে ও কেন হয়, এই প্রশ্ন শুধু সীমান্ত অঞ্চলের মানুষদেরই নহে; সকলেরই। আরও একটি প্রশ্ন—ইহার পরিণাম কী?

প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে যে, ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে শেষ রাত্রিতে গোপনসূত্রে খবর পাইয়া পুলিশ সাগরদীঘি থানাধীন মোড়গ্রাম জাতীয় সড়ক হইতে নয়জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশীসূত্রে প্রাথমিক তদন্তে জানা যায় যে, উক্ত নয় ব্যক্তি একটি টাটা সুমো করিয়া আসানসোল হইতে আসিয়া এই অঞ্চলে কোথাও নাশকতা, সন্ত্রাস অথবা অন্য কোন সমাজবিরোধী কার্য চালাইবার জন্য সমবেত হইতেছিল। ইহাদের নিকট হইতে একটি মোবাইল ফোন পুলিশ আটক করে। আরও জানা যায় যে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগ এই জেলার অনুমোদিত ও অননুমোদিত মাদ্রাসাগুলির উপর নজর রাখিতেছে এই ধারণায় যে, হয়ত সন্ত্রাসবাদীরা এই সব স্থানে থাকিয়া দেশবিরোধী কার্যে লিপ্ত হইতে পারে।

তবে বিএসএফ সীমান্ত এলাকায় ক্যাম্পে থাকা সত্ত্বেও কেন যে মতলববাজ মানুষ দলে দলে প্রতিবেশী রাষ্ট্র হইতে ভারতে প্রবেশ করিতেছে, রেশন কার্ড বাগাইতেছে এবং আরও কত কী অপকর্মে লিপ্ত হইতেছে, তাহা হয়ত অনেকেরই জানা। হালফিল কালে রাজ্যমুখ্যমন্ত্রী অননুমোদিত মাদ্রাসাগুলি সম্বন্ধে তাঁহার কড়া মনোভাব প্রকাশ করিয়া 'পোহালে শর্বরী' গণমাধ্যমগুলি (তাঁহার দলীয় মুখপত্রও) তাঁহার বক্তব্যের বিষয় উলটা-পালটা প্রকাশ করিয়াছে—এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন। অবশ্য খবরে প্রকাশ, তিনি নাকি নানা কারণে সুর বদলাইয়াছেন। তবে সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের, পণ্য-সামগ্রীর চলাচলের রমরমা আজিকার ব্যাপার নহে, দীর্ঘদিনের। আর সরিষা ভূত তাড়াইবে কি, হয়ত স্বয়ং ভূত হইয়া যায়। রাজনৈতিক দলগুলি অনুপ্রবেশের ব্যাপারে 'মহদুদ্দেশ্যে' নাকি চক্ষু-কর্ণ-মুখ বন্ধ করিতেছে।

কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য নহে যে, দেশের মধ্যে অনেক মসজিদ আজ উপাসনার পবিত্র স্থান হইলেও জঙ্গীদের আশ্রয়-আস্তানায় পরিণত হইতেছে এবং সেই পবিত্র স্থল হইতে জঙ্গী তৎপরতা চালাইবার জন্য ইসলামবিরোধী কর্মে লিপ্ত হইতেছে। সারা ভারতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মনে হয়, জঙ্গীরা অনুপ্রবিষ্ট। থাকিয়া থাকিয়া এক একবারের হানায় সকলের অর্থাৎ প্রশাসক, নিরাপত্তা-বিধায়ক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রভৃতির চমক ভাঙ্গে। কিন্তু কাজের কী হইতেছে? গোয়েন্দা বিভাগ (কেন্দ্রের ও রাজ্যের) কী তৎপরতা দেখাইতেছে? নিরাপত্তা-কর্মীরা জনজীবন কতটা নিরাপদ করিতেছেন? জঙ্গী-সন্ত্রাসবাদী-পাক আই এস আই-এর মোকাবিলা কীভাবে করা যায়, ভাবিতে হইবে। সীমান্ত সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকা একান্ত প্রয়োজন; নতুবা পরিণাম শুভ হইবে না।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

'ভদ্রবেশী বিদ্যুৎ চোর' প্রসঙ্গে

গত ২৩ জানুয়ারী ২০০২ আপনার পত্রিকা "কয়েকজন ভদ্রবেশী বিদ্যুৎ চোর ...." যে সংবাদ প্রকাশ হয়েছে তার তীব্র প্রতিবাদ এবং অসত্য সংবাদ প্রকাশের জন্য জনসমক্ষে সত্য ঘটনা প্রকাশের জন্য অনুরোধ করছি। উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে আপনার সাংবাদিক আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করার অপচেষ্টা করেছেন। আসল ঘটনা জঙ্গীপুর বিদ্যুৎ পর্ষদের মাননীয় S. S সরজমিন অনুসন্ধানে এসে দেখেন রাস্তার দুই দিকে আমার নিজস্ব দোকান আছে। বাঁদিকের দোকানে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে এবং ডানদিকের দোকানে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় আমি অনেক উঁচু দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করে বিদ্যুৎ সংযোগ করি মাস দুয়েক আগে। মাননীয় S. S মৌখিক পরামর্শ দেন ডানদিকের দোকানের জন্য পৃথক মিটার বসানোর। পূর্বেই আমি মিটার বসানোর জন্য আবেদন করেছি। এই ঘটনাকে বিকৃত করে আমার সামাজিক ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে। আমি বিভিন্ন জনহিতকর কাজে যুক্ত ছিলাম, যুক্ত আছি এবং যুক্ত থাকবো। পত্রটি প্রকাশ করবেন।

সুবীরকুমার দে
জঙ্গীপুর, বাবুবাজার

সংবাদদাতার বক্তব্য: বিদ্যুৎ পর্ষদের নিয়মানুযায়ী মিটার না বসিয়ে বিদ্যুৎ ব্যবহার সম্পূর্ণ বেআইনী। পর্ষদকে কেবলমাত্র একটা আবেদন করেই তাদের অনুমতির তোয়াক্কা না করে পর্ষদ কর্তৃপক্ষকে অন্ধকারে রেখে বিদ্যুৎ সংযোগ করা চুরিরই সামিল। এতে আপনার বহু সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত পদাধিকারীর ভাবমূর্তি যদি সত্য সংবাদ পরিবেশন করে নষ্ট হয়ে থাকে তার জন্য আপনিই সম্পূর্ণ দায়ী। জনহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে জনস্বার্থবিরোধী কাজ কি ঠিক হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

জঙ্গিপুরের কড়চা

হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নায় রেখে গেল

শীত জর্জর পৌষ চলে গেল। পৌষ পার্বণও মিটে গেছে। মাঘও শেষ প্রহর গুণছে। এই তো সেদিন আমলকীর ডালে ডালে নাচন তুলে এসেছিল শীত। তখন বাংলার মাঠে মাঠে ধান কাটা হয়ে গেছে—ক্ষেতে পড়ে আছে সোনা ধান। যেন 'শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে অলস গেঁয়োর মতো এইখানে।' সে রোদের রঙ নরম—যেন শিশুর গালের মতো লাল। সে এসে পড়েছে মাঠে প্রান্তরে, নদীর জলে—অন্ধকারের হিমকুণ্ঠিত জড়ায়ু ছিঁড়ে।

পৌষকে ঘিরে গাঁ-গঞ্জে কত পার্বণ, কত উৎসব, কত পৌষালো-চড়ুইভাতি। সমস্ত পৌষ মাস জুড়েই যেন উৎসবের সমারোহ, আনন্দের কলকাকলি। কবে কোন বিস্মৃত অতীতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম সে ছবি—সে ছবির আলো অন্ধকার। বলেছিলেন—পৌষে প্রবল শীত সুখী জগজনে। আজ পল্লীর কিষাণ-কিষাণীর ঘরেও উঠে এসেছে হেমন্তের সোনালী ফসল। তাদের শূন্য গোলায় ডেকেছে ফসলের বান। নবান্নের ঘ্রাণও ছড়িয়ে পড়েছে এই তো ক'দিন আগে। 'নতুন চালের রসে রৌদ্রে কত কাক—..... ও পাড়ার দলে বোয়েদের ডাক শাঁখে উড়ে এসে সুধা খেয়ে' গেছে।

এখানেও এ শহরে চলেছে (৩য় পৃষ্ঠায়)

রঘুনাথগঞ্জ পারেও সেতুতে দুটি সিঁড়ির প্রয়োজন ছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভাগীরথী সেতু থেকে রাস্তায় নামতে মোট তিনটি সিঁড়ি তৈরী হয়েছে। দুটি জঙ্গিপুর পারে, একটি রঘুনাথগঞ্জে শ্মশানঘাটের দিকে। স্বভাবতই জঙ্গিপুর থেকে সেতু পেরিয়ে রঘুনাথগঞ্জে এসে পথচারীদের একমাত্র একদিকের সিঁড়ি দিয়েই ওঠা নামা করতে হবে। সেতুর উপর দিয়ে পুরো মাত্রায় যানবাহন চলাচল চালু হয়ে গেলে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অসুস্থ মানুষ বা শিশুদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পারাপারের একটা সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। যে সমস্যা জঙ্গিপুরে নাই। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করায় বিরক্ত পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য বলেন, সেতু দিয়ে দুই শহরকে যুক্ত করেও আমার বদনাম আপনারা ঘুচতে দেবেন না। এ ব্যাপারে আমাকে আগে সচেতন করলে নির্মাণকারী সংস্থার সঙ্গে কথা বলা যেত। কিন্তু এখন নিরুপায় আমি। এ ব্যাপারে মানুষকে ভুল বোঝাবেন না। ত্রুটিপূর্ণ সিঁড়ি হয়েছে স্বীকার করে নিয়েই পুরপতি রসিকতার ছলে বলেন, এবার কি করলে আমার এ বদনাম ঘুচবে বলতে পারেন? আমাদের প্রতিনিধির সচকিত উত্তর—কেন জঙ্গিপুরের পরিস্রুত পানীয় জল এবার রঘুনাথগঞ্জে প্রতিশ্রুতি মতো নিয়ে গিয়ে!

সংকীর্ণতা নয়, উদার মানবিক ঐতিহ্যকে পাথেয় করেই আমরা এসেছি নতুন সহস্রাব্দে

'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির'

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গগনেন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, সত্যেন বসু, মেঘনাদ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, আলাউদ্দিন, উদয়শংকর, নজরুল ইসলাম, লালনফকির, নিবেদিতা, রোকেয়া, ঠাকুর পঞ্চানন, আব্বাসউদ্দিন, জীবনানন্দ, রাম কিংকর, সত্যজিৎ, ঋত্বিক—এঁদের উজ্জ্বল উত্তরাধিকার আমরাই বহন করে চলেছি। রাজ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার পশ্চিমবঙ্গ সরকার উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নিয়েছে। নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরী প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, প্রগতিশীল চেতনার উন্মেষসাধন, নিরক্ষরতা দূরীকরণে আন্তরিক প্রয়াস, মাতৃভাষার উপযুক্ত মর্যাদাদান, উৎকর্ষের সন্ধানে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা—এই উদ্যোগগুলি এক নতুন পরিমন্ডল সৃষ্টি করেছে। এই বাংলার জীবনযাত্রার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে চলচ্চিত্র, নাটক, সঙ্গীত ও নৃত্যকলা। রাজ্যের লেখক শিল্পী গায়ক অভিনেতা যাদুকরেরা সারা বিশ্বে আমন্ত্রণ পান তাঁদের শিল্পকলা প্রদর্শনের জন্য। কলকাতার বইমেলা আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথ, নন্দন, মধুসূদন মঞ্চ, গিরিশ মঞ্চ ও জেলায় জেলায় নানা মঞ্চ এবং বাংলা আকাডেমি, নাট্য আকাডেমি, সঙ্গীত আকাডেমী, চারুকলা পর্ষদ সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অপসংস্কৃতিরোধে ও গ্রাম বাংলার লোক সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে ও প্রসারে আমাদের প্রয়াস সর্বজনবিদিত। নতুন শতকে শিক্ষা ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের আরও উন্নতিকল্পে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিক্ষা ও সংস্কৃতি—এই বাংলার হৃদস্পন্দন

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত।

স্মারক সংখ্যা ৫১ (৩২)/তথ্য/মুর্শিদাবাদ তারিখ ২৯/১/২০০২

সুতীতে সংক্রান্তির মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আহিরণ রেল ও রাস্তা ব্রীজের পূর্বপারে সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে মকর সংক্রান্তির দিন থেকে মেলা বসে। আশপাশের গ্রাম সরলা বসন্তপুর, বাহাদুরপুর রায়পাড়া, গাঙ্গীন ইত্যাদি অঞ্চলের গ্রামবাসীরাই-এর উদ্যোক্তা। মেলায় প্রতিদিন কীর্তন, বাউল ও ২৪ প্রহর নামযজ্ঞর অনুষ্ঠান মহাসমারোহে চলে। কয়েকদিন মেলা এলাকা মানুষের সমারোহে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

জ্যোৎস্নায় রেখে গেল (২য় পৃষ্ঠার পর)

পৌষকে ঘিরে সময়ের উৎসব—চড়ুই ভাতি। শহরের রাস্তায় রাস্তায় নেমেছে মানুষের ঢল। সদরঘাট থেকে সুভাষ দ্বীপে চেনা-অচেনার মানুষের মুখের মেলা, তাদের কলহাসির দোলা যেন লাগছে নদীর জলে। ভাগীরথীর বুকে জেগে ওঠা এক ফালি দ্বীপ। ঘাসের জাজিমে ঢাকা। পাখির গান আর শিসে যেন এ দ্বীপের ভাঙে ঘুম। কুয়াশার চাদরে ঢাকা তার চারপাশ। শেষ রাতে নির্জনতা ভেঙে কখন উড়ে গেছে পাখা মেলে বুনো বালিহাঁস। হয়তো শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে খুদ মেখে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছে ইঁদুরের দল। শীতের মরশুমে ভেসে ওঠে কত সব জল ছবি।

শহরের দু' প্রান্ত জুড়ে মানুষের পায়ে পায়ে পথ চলা, পথে পথে তাদের পদাবলী। এক প্রান্তে দ্বীপ আর অন্য প্রান্তে সেতু। দ্বীপে চলেছে নিত্য দিনের অতিথিদের আসা যাওয়া, বসছে সেখানে সবুজ জাজিমে শিশির ভেজা গল্প আর কবিতা পাঠের আসর। হাওয়ায় সিগারেটের ধোঁয়া চলছে শীতের নরম রোদ্দুর মেখে চড়ুই ভাতি। আর অন্য প্রান্তে নদীর উপরে কাঁধ তুলে একটি একটি পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিজয়ীর মতো এ অঞ্চলের মানুষের স্বপ্ন লালিত সেতু—ভাগীরথী সেতু। সেতুর বুক দিয়ে ছুটে চলেছে যাত্রী আর যানবাহন। যাত্রিকের মুখে প্রসন্নতার হাসি—যেন শীতের প্রসন্ন রৌদ্রের মতো।

পৌষ শেষ হয়ে গেল এবারের মতো। পৌষ তার আমেজ ছড়িয়ে দিয়ে গেল শহর জুড়ে। দ্বীপের সবুজ স্নিগ্ধতা আর সেতুর মিতালির টানে আসছে এখান ওখান হতে কত মানুষ, আসছে কত দর্শনার্থী। পৌষ চলে গেল—পৌষের শেষ দিন লেখা তার নরম ছোঁয়াটুকু ছড়িয়ে দিয়ে গেল—সবুজ দ্বীপের গায়ে আর সেতুর উপরে। হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর রেখে দিয়ে গেল তার রেশ আর আবেশ।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা আপ্পু বিড়ি ওয়ার্কস্ (প্রাঃ) লিঃ এর ঘোড়াশালা ব্রাঞ্চের সকল মুন্সীদের অধীনে যে সমস্ত প্রভিডেন্ট ফান্ডের আওতায় থাকা যোগ্য বিড়ি শ্রমিক কাজ করিয়াছেন, তাহাদের বিশেষভাবে জানানো যাইতেছে যে তাহারা ইচ্ছুক থাকিলে তাহারা তাহাদের প্রভিডেন্ট ফান্ড-এর টাকা উঠাইবার জন্য মুন্সীদের দ্বারা ঘোড়শালা অফিসে আবেদন করিতে পারিবেন।

ম্যানেজার

আপ্পু বিড়ি ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

ঘোড়শালা ব্রাঞ্চ

ভ্রম সংশোধন

গত ৬ ফেব্রুয়ারী '২০০২ সংখ্যায় মিস্ সুতপা ঘোষ (এ্যাডভোকেট) কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে 'মন্মথনাথ সাহা গত ইংরেজী ১৬/১/২০০২ তারিখ.....' এর স্থলে মন্মথনাথ সাহা গত ইংরেজী ১৬/১/২০০১ তারিখ .....' পড়িতে হইবে।

গঙ্গা দূষণ বন্ধ হোক

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গীপুর পুরসভা "গঙ্গা দূষণ প্রকল্পের" অধীন বলেই এলাকার মানুষ জানে। এই প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা থেকেও বঞ্চিত নয়। ইদানীং দেখা যাচ্ছে, জঙ্গিপুর সদরঘাটে বটগাছতলায়, জঙ্গিপুর মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায়, রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া ঘাটে ব্যাপকভাবে শহরের আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। "দাদাঠাকুর মুক্ত মঞ্চ"-র পিছনে আবর্জনা ফেলার ব্যবস্থা চিরদিনের। এই এলাকাগুলো দিয়ে যেতে আসতে নাকে চাপা দিতে হয়। তাতেও মুক্তি নেই। অনেকে পথ ছেড়ে অন্যপথে যেতে বাধ্য হন। গঙ্গার কতটা দূষণ মুক্তি হচ্ছে তা— মা গঙ্গায় জানেন।

চুরি ধরলেন প্রশাসনিক কর্তারা (১ম পৃষ্ঠার পর)

রেহাই পান। এছাড়া রঘুনাথগঞ্জ ১ ও ২নং এবং সুতী-১নং ব্লকের বেশ কয়েকটি ইটভাটা বেআইনীভাবে কৃষি জমির মাটি কেটে লরিতে বহনের সময় পর পর কয়েকটি অভিযানে মহকুমা শাসক সি ডি লামা মাটি ভর্তি লরিগুলি আটক করে কেস দেন। এ ব্যাপারে বি এল এন্ড এল আর ও দপ্তরের সঙ্গে ভাটা মালিকদের অবৈধ লেনদেনকেই দায়ী করছেন এলাকার মানুষ। মহকুমা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, ভাটা মালিকদের হয়ে আইনজীবীরা মহকুমা শাসকের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলেও কোন সুফল পাননি।

কংগ্রেস দুটি আসনে জয়ী (১ম পৃষ্ঠার পর)

আবদুল বাসির (৪৩০)। মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আনিসুর রহমান জানান, নির্বাচনের আগে কংগ্রেস আমার এবং বিগত পরিচালন সমিতির বিরুদ্ধে কুৎসা ছড়ায়। পূর্বে স্থানীয় এক পত্রিকায় মিথ্যা বিবৃতিও দেয় ওরা। অভিভাবকেরা তার যোগ্য জবাব দিয়েছেন। মাদ্রাসার মোট ভোটার ১৮৬৬ হলেও, পরবের মাস না হওয়ায় অধিকাংশ ভোটার বাইরে থাকায় ভোট দেন মাত্র ৮৮৭ জন। অন্যদিকে ঐ দিন ধুলিয়ানে ডি বি এস হাই মাদ্রাসার অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচনে ছয়টি আসনের সব কটিতেই কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়লাভ করেছেন। সেখানে সিপিএম প্রার্থীরা বিপুল ভোটে পিছিয়ে থাকেন। দুটি নির্বাচনকে ঘিরেই ছিল কড়া পুলিশি নিরাপত্তা। স্থানীয় দলের নেতারা ছিলেন ভোট কেন্দ্রে। জঙ্গিপুরে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ভোট কার্য চলে। কোথাও কোন অশান্তির খবর নাই।

নয়ানজুলিসহ লকগেটগুলো (১ম পৃষ্ঠার পর)

জঙ্গিপুর আদালতের দু'জন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হাসপাতালের সুপার, মহকুমা শাসক এবং পুরপতি হিসাবে আমি। মৃগাঙ্কবাবু আরো জানান, আপনারা গত বন্যায় শহর ডুবে যাওয়ায় আমাদের বিরুদ্ধে অনেক দোষারোপ করে লিখেছেন। সে ব্যাপারে তখনই আমরা পুরসভায় সিদ্ধান্ত নিই ষ্টেট ব্যাঙ্কের মোড় থেকে হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত পুরো নয়ানজুলির পাঁক কাদা পরিষ্কার করে সেটাকে প্রবাহমান করবো। যাতে শহরে অতি বৃষ্টির জল ঐ নয়ানজুলি দিয়ে বয়ে গিয়ে বাস মালিক সমিতির অফিসের কাছে খড়খড়িতে ফেলা যায়। ভবিষ্যতে নয়ানজুলিকে পাকা করা হবে। এছাড়া শহরের লকগেটগুলো, যেমন ফুলতলায় নিরালা হোটেলের কাছে, ম্যাকেঞ্জি পার্ক এলাকার, পুরাতন ডোমপাড়া পল্লী প্রভৃতি জায়গায় অচল হয়ে গেছে। সেগুলোকে সচল করলে একটু বৃষ্টিতে ঐ সব এলাকায় জল জমবে না। তারপর ভবিষ্যতে যদি নয়ানজুলির ওপরে স্ল্যাব ফেলে দোকানঘর নির্মাণ করা যায় তখন তার চিন্তা করবো। এছাড়া গুজিরপুর, কানুপুর হয়ে আহিরণ পর্যন্ত ছোট গাড়ী যাবার মতো রাস্তা তৈরীও হবে। তাতে রঘুনাথগঞ্জ থেকে ফরাক্কার দিকে যেতে ছোট গাড়ীগুলোকে অহেতুক মিঞাপুর রেল ক্রসিং-এও দাঁড়াতে হবে না, আবার উমরপুর হয়ে ঘুরে আহিরণ যাওয়া থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার রাস্তাও কমে যাবে। এছাড়া রঘুনাথগঞ্জের মধ্যস্থলে পছন্দমতো জায়গা পেলে পুরসভা থেকে একটা সুপরিকল্পিত সবজি বাজার নির্মাণের কথাও পুরসভা চিন্তা করছে বলে পুরপতি জানান। শেষ খবরে জানা যায়, গত ৭ জানুয়ারী বোর্ড অফ কাউন্সিলারদের সভায় সিদ্ধান্ত হয় ফাঁসিতলার ডায়মন্ড ক্লাব থেকে ষ্টেট ব্যাঙ্ক মোড় পর্যন্ত যেসব বসত বাড়ী পুরসভার জায়গা অবৈধভাবে দখল করে আছে তাদের এখনই উচ্ছেদ করা হচ্ছে না।

সকলকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাই—

মির্জাপুরের একমাত্র ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

বাঘিড়া সরমা এণ্ড সন্স

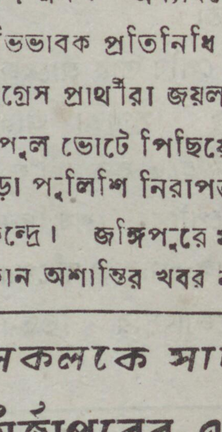

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠানে আসুন। এখানে উৎকৃষ্ট মানের মুর্শিদাবাদ প্রিন্ট শাড়ী, গরদ, কোরিয়াল, জাকার্ড, জামদানী, তসর, কাঁথাষ্টিচ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এ ছাড়া শান্তিপুর, ফুলিয়া নবদ্বীপের তাঁতের শাড়ী ও মাদ্রাজের লুঙ্গিও পাওয়া যায়।

গ্রাম মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন ঃ এসটিডি ০৩৪৮৩/৬২০৬০

প্রোঃ উত্তম বাঘিড়া ও লক্ষ্মী বাঘিড়া

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া নন্দী এণ্ড সন্স

(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।